RAMAKRISHNA VIVEKANANDA MISSION
MODEL ANSWER FOR ANNUAL EXAM 2020
SUBJECT- BENGALI
CLASS- VIII Full Marks-100

১. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে লেখ:- ১ X ৪০ = ৪০

১.১. নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়
১.২. আখ্যান মঞ্জরী
১.৩. বৈশাখ মাসে
১.৪. বুনো ফুলগুলি
১.৫. রত্নাকর
১.৬. আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১.৭. বর্শা
১.৮. বিশ লক্ষ স্বর্নমুদ্রা
১.৯. মন্দিরের দেশ
১.১০. জাহাজের মাস্তুলে
১.১১. নির্ভয়ে
১.১২. ছয় বছর
১.১৩. অব্যক্ত
১.১৪. প্যালা
১.১৫. তৃতীয় শ্রেনী
১.১৬. রাজকৃষ্ণ সান্যাল
১.১৭. তেঁতুল তলায়
১.১৮. নরোত্তম দাস
১.১৯. দুর্গা
১.২০. তিনকড়ি
১.২১. জ্ঞান
১.২২. স্বার্থপরতা
১.২৩. অন্তরিন্দ্রিয়
১.২৪. বৈচিত্র্য
১.২৫. চরিত্রবলে
১.২৬. দ্বন্দ্ব
১.২৭. উপপদ তৎপুরুষ
১.২৮. কার্যকারণ
১.২৯. ভবসিন্ধু
১.৩০. কর্তৃকারক
১.৩১. ভোজ্য (√ভুজ+য)
১.৩২. মেয়েলি
১.৩৩. লজ্জিত হয়ে
১.৩৪. পুরাঘটিত বর্তমান
১.৩৫. বিশেষ্য
১.৩৬. কীট ও পতঙ্গ
১.৩৭. স+অবধান
১.৩৮. ভাদ্র
১.৩৯. আনন্দ
১.৪০. বণিক শ্রেনীকে

২. শূন্যস্থান পূরন করো:- (শূন্যস্থানে যা বসবে তা দেওয়া হলো)

২.১. সোজন বাদিয়ার ঘাট
২.২. সাত টাকা
২.৩. বীজের
২.৪. নরোত্তম
২.৫. উত্তর পাড়া
২.৬. সমাস
২.৭. নিমিত্ত কারক
২.৮. নীরব = নি: + রব
২.৯. বাবলা গাছে
২.১০. আমগাছের গুঁড়ির

৩. পূর্নবাক্যে উত্তর দাও:-

৩.১. আরব সেনাপতি মুর সেনাপতিকে সত্বর প্রস্থান করতে বলেছেন।
৩.২. ইচ্ছে হলেই চড়ুই পাখি এ পাড়ায় ও পাড়ায় পালেদের বোসেদের বাড়ি চলে যেতে পারে।
৩.৩. শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'হে প্রেম, হে নৈ:শব্দ'।
৩.৪. টেনিদা, কাব্যলা, প্যালা ও হাবুল সেনের মধ্যে বনভোজনের উদ্যেগ দেখা গিয়েছিল।
৩.৫. বাড়িটিকে ভালোবেসে বেড়াতে এসে সাঁঝ সকালের রঙীন মেঘেরা কিছুক্ষন থেমে রয়।
৩.৬. বাক্যে যে পদ দিয়ে কাউকে সম্বোধন করা হয় তাকে সম্বোধন পদ বলে। যেমন -মা, ভাত দাও।
৩.৭. বাক্যাশ্রয়ী সমাসের উদাহরন - রক্ত-দান-শিবির = রক্তের দান (সম্বন্ধ তৎপুরুষ), তার নিমিত্ত শিবির (নিমিত্ত তৎপুরুষ)
৩.৮ শূণ্যমার্গ বিচরণ করার কথা অপু 'সর্ব-দর্শন-সংগ্রহ' নামক গ্রন্থে পরেছিল।
৩.৯ আলোচ্য অংশে পাতাল কোঁড়ের তরকারীর কথা বলা হয়েছে।
৩.১০ আমাদের প্রথম কর্তব্য হল নিজেকে ঘৃনা না করা।
৩.১১ কাপুরুষ ও মূর্খরাই অদৃষ্টের দোহাই দেয় বা দাস হয়।

৪. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

৪.১ বুদ্ধদেব বসু রচিত 'হাওয়ার গান' কবিতায় হাওয়ার কোন বাড়ি না থাকায় পৃথিবীর সব জল, সব তীর ছুঁয়ে হাওয়া ঘোরাফেরা করে। গভীর পাহাড়, বন্দর, নগর, জনবহুল নগর, অরণ্য, তেপান্তরের মতো শূন্য প্রান্তর - সর্বত্রই হাওয়া ঘুরে বেড়ায়।

৪.২ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর 'গাছের কথা' প্রবন্ধে গাছের বীজ ছড়িয়ে পড়ার যে উপায়গুলি বলেছেন সেগুলি হল - চাষীরা চাষ করার সময় খেতে বীজ ছড়িয়ে ফসল ফলায়। পাখিরা ফল খেয়ে দূর দেশে বীজ নিয়ে যায়। এইপ্রকারে জনমানবশূন্য দ্বীপেও গাছ জন্মায়। আবার শিমুল ফল রৌদ্রে ফেটে গেলে তার মধ্য থেকে বীজ তুলোর সাথে বাতাসে উড়ে অনেক দূর দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

৪.৩ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'দীনদান' কবিতা থেকে উদ্ধৃত অংশটিতে 'সেইখানে' বলতে সেই স্থানকে বোঝানো হয়েছে যেখানে অহংকারী রাজা অগ্নিদাহে বিপর্যস্ত প্রজাদের সাথে সাথে ভক্তবৎসল ভগবানকে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

'ভক্তজন' বলতে এখানে সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তমকে বোঝানো হয়েছে।

৪.৪ আশাপূর্না দেবী রচিত 'কী করে বুঝব' গল্পে বুকু আর বুকুর সেজো খুড়িমা অতিথিদের জন্য চা এবং বড়ো বড়ো রাজভোগ, ভালো ভালো সন্দেশ, সিঙাড়া, নিমকি, ইত্যাদি খাবার নিয়ে আসে।

বুকুর মা-র সিনেমার টিকিট কেনা ছিল।

৫. নির্দেশানুসারে উত্তর দাও:-

৫.১. অর্থ লেখ :-

বেধড়ক = প্রচুর, অপরিমিত,
অপ্রতিভ = অপ্রস্তুত
নিকেতন = ভবন

৫.২. সন্ধিবিচ্ছেদ কর :-

প্রাতরাশ = প্রাতঃ + আশ
মণীষা = মনঃ + ঈষা
উচ্ছন্ন = উৎ + সন্ন

৫.৩. ব্যাসবাক্য লিখে সমাস নির্নয় কর :-

জ্ঞানশূন্য = জ্ঞান দ্বারা শূন্য - করন তৎপুরুষ
কোলাকুলি = কোলে কোলে যে আলিঙ্গন - ব্যতিহার বহুব্রীহি
পদ্মমুখী = পদ্মের মতো সুন্দর মুখ যার - মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি

৫.৪. পদ পরিবর্তন কর :-

প্রসাদ (বি) - প্রসন্ন (বিন)
অধুনা (বি) - অধুনাতন (বিন)
ফেনা (বি) - ফেনিল (বিল)

৫.৫ প্রতয় ভেঙে লেখ :-

গৌরব = গুরু + অ
শাঁসালো = শাঁস + আলো
করনীয় = √কৃ + অনীয়

৫.৬ বাক্য উদাহরন দাও :-

ঘটমান ভবিষ্যৎ - রমা গান গাইতে থাকবে।
ব্যতিহার কর্তা - ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া করছে ।
সমধাতুজ করণ - মায়ার বাঁধনে বেঁধেছ আমায়।

৫.৭ বহু = অনেক, ব্রীহি = ধান্য। বহুব্রীহি কথার অর্থ অনেক ধান্য আছে যাতে বা যার।
যে সমাসে সমস্যমান পদের অর্থ প্রতীয়মান না হয়ে তাদের দ্বারা লক্ষিত অন্য কোনো অর্থ প্রকাশিত হয়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।
উদাহরন - বীনা পাণিতে যার = বীনাপানি (সরস্বতী)

৬.১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর 'গাছের কথা' প্রবন্ধে মানুষের জীবনাচরণের সাথে গাছেদের জীবনাচরণের মিল দেখে একথা বলেছেন। যখন থেকে তিনি গাছপালাকে ভালোবাসতে শিখেছেন তখন থেকেই অনুভব করেছেন যে মানুষের মতো গাছেরাও আহার করে, দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। মানুষের মতো এদের জীবনের দুঃখ, কষ্ট, অভাব আছে। জীবনধারন করবার জন্য এরাও সর্বদা ব্যস্ত। অভাবে কষ্টে মানুষ যে চুরি ডাকাতি করতে বাধ্য হয়, কোন কোন গাছের মধ্যেও সেই অভাব লক্ষ্য করা যায়। মানুষের মধ্যে যেমন নানা সদ্‌গুন আছে যেমন-পরস্পর বন্ধুত্ব স্থাপন, একে অন্যকে সাহায্য করা সেই সবও গাছেদের মধ্যে দেখা যায়। এমনকি মানুষের সর্বোচ্চ গুণ যে স্বার্থত্যাগ তাও গাছে দেখা যায়। মানুষের ক্ষেত্রে মা যেমন নিজের জীবন দিয়েও সন্তানের জীবন রক্ষা করে। সন্তানের জন্য এরূপ জীবন দান গাছেদের মধ্যেও প্রায় দেখা যায়। মানুষের জীবন ধর্মের সঙ্গে গাছেদের জীবনধর্মের এরূপ সাদৃশ্য লক্ষ্য করেই জগদীশচন্দ্র মন্তব্য করেছেন - "গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়ামাত্র"।

৬.২ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দীনদান' কবিতা থেকে উদ্ধৃত আলোচ্য অংশটিতে এক দাম্ভিক রাজার কথা বলা হয়েছে যিনি বিশ লক্ষ স্বর্নমুদ্রা দিয়ে এক আকাশচুম্বি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন।

তিনি সিংহাসন থেকে নেমে সাধুশ্রেষ্ঠ নরোত্তম-এর কাছে গিয়েছিলেন, যিনি পথের ধারে তরুছায়ায় তৃণাসনে বসে ঈশ্বরের নাম গান করছিলেন।

রাজা সেখানে গিয়ে সাধুশ্রেষ্ঠকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর কাছে জানতে চান যে রাজনির্মিত স্বর্নমন্দির ত্যাগ করে তিনি কেন পথের ধারে বসে ঈশ্বরের নাম গান করছেন।

রাজার প্রশ্নের উত্তরে সাধু বলেন রাজনির্মিত স্বর্ন শীর্ষ মন্দিরে দেবতা নেই। কারন যে বছর প্রবল বহ্নিদাহে রাজ্যের বিশ সহস্র প্রজা গৃহহীন হয়ে আশ্রয়ের প্রার্থনা জানিয়েছিল রাজার কাছে, রাজা অসহায় প্রজাদের কথায় কর্নপাত না করে ওই বছরেই বিশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে অভ্রভেদী দেবালয় নির্মান করে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করলেন। প্রজাদের প্রতি রাজার এই নিষ্ঠুরতা, ঐশ্বর্যের গর্ব ও দেবতার পরিবর্তে আপনার যশখ্যাতি প্রতিষ্ঠার বাসনায় ঈশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে দেবতা মন্দির ছেড়ে চলে গেছেন দীনহীন প্রজাদের কাছে পথ প্রান্তে। এই কথা শুনে গর্বান্ধ রাজা সন্ন্যাসীকে পামর ভন্ড বলে রাজ্য থেকে নির্বাসন দন্ড দিলেন।

৭. ভাব সম্প্রসারণ কর :-

যারা শুধু মরে.....করেনি সম্মান।

মানুষ মরণশীল। মৃত্যু মানবজীবনের অনিবার্য পরিনতি। 'জন্মিলে মরিতে হবে'- এ চির সত্য। কিন্তু মরা আর প্রান দেওয়া কখনোই এক নয়। কোন মহৎ আদর্শের জন্য কিংবা দেশের ও দশের কল্যাণে যাঁরা মৃত্যুকে বরণ করেন সেটাই হল প্রান দান। পরের স্বার্থে যারা স্বেচ্ছায় প্রান দেন তাঁরাই এ জগতে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত কত মানুষ মরছে তার হিসেব কেউ রাখে না। যারা সাধারনভাবে আত্মকেন্দ্রিক জীবন যাপন করে মরে - সেই মৃত্যুতে কোনো গৌরব বা মাহাত্ম্য নেই। কিন্তু এমন অনেক মানুষ আছে যারা পরহিতে দেশহিতে নিজের জীবন উৎসর্গ করে। ব্যক্তিসুখ অপেক্ষা সমষ্টির সুখ তাদের কাছে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ন। তাই তাঁদের এরূপ প্রানদান মানুষের স্মৃতিতে চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। মৃত্যুবরণ করেও তাঁরা মৃত্যুঞ্জয়ী। যুগ যুগ ধরে এরকম অনেক মহাজীবন তাঁদের কর্ম, জীবন ও সংগ্রামী চেতনার দ্বারা প্রানদান করে অমর হয়ে আছেন।

অথবা, পত্রলিখন :-

নিজের ঠিকানা

প্রিয় বন্ধু

বেশ কয়েকদিন আগে তোর চিঠি পেয়েছি। কিন্তু হঠাৎ চারদিনের জন্য দীঘা বেড়াতে যাওয়ায় উত্তর দেওয়া হয়নি। আজ ফিরে এসে দীঘার সমুদ্র সৈকতে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা জানিয়ে চিঠি লিখছি।

১৫ই আগষ্ট মা বাবা হঠাৎ ঠিক করলেন দীঘা যাবার। ১৬ই আগষ্ট বাসে উঠে পড়লাম ধর্মতলা থেকে। ঘন্টা চারেকের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম গন্তব্যস্থলে। দীঘা পূর্ব মেদেনীপুরের ছোট্ট একটি শহর। পাশেই রয়েছে বঙ্গোপসাগরের অসংখ্য তরঙ্গমালা। দিগন্ত জুড়ে আছে নীল জলরাশি। ছুটে আসছে সফেন ঢেউ, লাফিয়ে পড়ছে তটভূমির ওপর। সমুদ্রের গর্জন শুনে মনে হচ্ছে অনেক দৈত্য হুংকার দিয়ে চলেছে। সন্ধেবেলায় অনেকক্ষন বেলাভূমিতে বসে সমুদ্রের সৌন্দর্য দেখলাম। পরের দিন ভোরে সূর্যোদয়ের সে কী অপরূপ দৃশ্য। সিন্দুরের টিপের মতো সূর্য লাফিয়ে উঠল দিগন্ত থেকে। চারিদিকে অনেক মানুষের ভীড়।এরপর বেলা বাড়লে গেলাম শঙ্করপুরে। সেখানে মাছ ধরা ট্রলার চলেছে সমুদ্রে। কত ধরনের মাছ, কাঁকড়া নিয়ে আসছে। বিকালে আবার দীঘার সৈকতে গিয়ে বসলাম। ঝিনুক কুড়ালাম, খুব আনন্দ করলাম। তারপর কিছু কেনাকাটাও করলাম। শেষে নিউ দীঘা ঘুরে আবার বাড়ীর দিকে রওনা হলাম। অনেক ছবি তুলেছি। এখানে তুই এলে সব দেখাবো। এখানেই শেষ করছি। তোমার মা বাবাকে প্রণাম জানিয়ে ও তোমাকে প্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়ে ইতি টানলাম।

ইতি-
নিজের নাম

ডাক টিকিট বন্ধুর নাম ও ঠিকানা

৮.

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী

ভূমিকা :- মানব সেবার মহৎ আদর্শ, আত্মসংযম, আত্মত্যাগ, অহিংসা, দেশ ও জাতির প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা প্রভৃতি গুনে সমৃদ্ধ মহাত্মা গান্ধী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এক অন্যন্য ব্যক্তিত্ব এবং সত্যই জাতির জনক।

জন্ম ও শিক্ষা :- ১৮৬৯খ্রী: ২রা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে গান্ধীজির জন্ম। পিতা কাবা গান্ধী, মাতা পুতলী বাঈ। গান্ধীজি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বিলাত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করেন। তারপর দক্ষিণ আফ্রিকায় যান একটি মামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে। সেখানে কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ জাতির নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখে অহিংস আন্দোলন শুরু করেন এবং সফল হন।

স্বাধীনতা আন্দোলনে ভূমিকা :- ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে গান্ধীজি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহন করেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একই পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করে ইংরেজ সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৩০ সালে লবন আইন ভঙ্গ করে আইন অমান্য চালান। সর্বশেষে স্বাধীনতার দাবি জানিয়ে 'ভারতছাড়ো' আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর ডাকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, কৃষক-শ্রমিক, মজুর, ছাত্র-শিক্ষক সকলেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ল 'ইংরেজ ভারত ছাড়ো' ধ্বনি দিয়ে। দেশব্যাপী আন্দোলনের ঝড় দেখে ইংরেজরা বুঝতে পারল ভারতবাসীকে আর পরাধীন রাখা যাবে না। শেষ পর্যন্ত ভারত স্বাধীন হল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট। কিন্তু আপ্রান চেষ্টা করেও দেশভাগ ঠেকাতে পারেননি তিনি।

উপসংহার :- স্বাধীন ভারতে গান্ধীজি 'মহাত্মা' ও 'বাপুজী' নামে খ্যাত। ২রা অক্টোবর তাঁর জন্মদিনকে জাতিসংঘ 'অহিংস দিবস' বলে ঘোষনা করেন। বুনিয়াদী শিক্ষা, হরিজন আন্দোলন, খাদি গ্রামোদ্যোগ, সর্বোদয় আন্দোলন এসব কর্মের জন্য তিনি আজও আমাদের আদর্শ।